তানভীর মোকাম্মেলের প্রামাণ্যচিত্র 'বস্ত্রবালিকারা'

বিনোদন প্রতিবেদক

গার্মেন্টসে কর্মরত মেয়েদের নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছেন তানভীর মোকাম্মেল। নাম বস্ত্রবালিকারা। এ ধরনের বিষয় নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই শহরের পথেঘাটে গার্মেন্টেসের মেয়েশ্রমিকদের আমি দেখেছি। ভোরে এবং গভীর রাতে। জানতাম এরা বেতন খুব কম পায় এবং এদের জীবন কঠিন। এই পরিশ্রমী মেয়েদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এদের নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম 'বস্ত্রবালিকার কথা'। এই কবিতাটিই ছিল বস্ত্রবালিকারা প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরির ধারণার মূলে।'

এই প্রামাণ্যচিত্রটির মধ্য দিয়ে গার্মেন্টসে কর্মরত মেয়েদের ব্যাপারে দর্শকদের কিছু বলতে চেয়েছেন পরিচালক। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'একজন প্রামাণ্য চলচ্চিত্রকার হিসেবে আমার নিজের বক্তব্য ছবিতে চাপিয়ে দেওয়াটা আমি সংগত মনে করি না। প্রামাণ্যচিত্রে ছবির বাস্তবতা আপনা থেকেই ফুটে ওঠা উচিত। তবে বার্তা তো একটা আছেই। তা হচ্ছে গার্মেন্টসে কর্মরত মেয়েদের জীবন, যাদের সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ, তাদের জীবন-জীবিকার বাস্তব রূপটাকে ফুটিয়ে তোলা। আমি বুঝি যে যত দিন পুঁজি ও শ্রম থাকবে, মজুরির দাবি বা মজুরির আন্দোলন চলতেই থাকবে। তাই মজুরি ছাড়াও কাম্য থেকেছে এই নীরব, কর্মঠ ও অসহায় মেয়েদের প্রতি আমাদের দেশের মানুষদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়টি, যাদের শ্রমের মাধ্যমে দেশের রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশ উপার্জিত হয়। তাহলেই আমাদের চেষ্টাটা কিছুটা সফল হয়েছে বলব।'

তানভীর মোকাম্মেল জানান, ঢাকা শহরসহ যেসব স্থানে গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠেছে, এমন কিছু জায়গায় ছবিটির শুটিং হয়েছে। যেমন–সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর, মিরপুর ও নারায়ণগঞ্জে। আরও শুটিং হয়েছে লন্ডনের ব্যস্ত অক্সফোর্ড স্ট্রিট ও কয়েকটি বড় দোকানে।

ছবিটির গল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বস্ত্রবালিকারাতে আমরা গার্মেন্টসের তিনজন মেয়েশ্রমিককে অনুসরণ করেছি। তাদের দৈনন্দিন জীবন, থাকার জায়গা, ফ্যাক্টরির পরিবেশ, পরিবার, গ্রামে তাদের বাড়ির অবস্থা, তাদের সমস্যা ও স্বপ্নগুলো। এসবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সমাধানগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি।'

এই প্রামাণ্যচিত্রটির চিত্রগ্রহণের কাজ করেছেন আনোয়ার হোসেন। আবহ সংগীত করেছেন সৈয়দ সাবাব আলী আরজু।

জানা গেছে, এই প্রামাণ্যচিত্রে গবেষণার একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। আর এই গবেষণার কাজটি করেছেন শফিউর রহমান। সঙ্গে ছিলেন নাহার সারোয়ার।